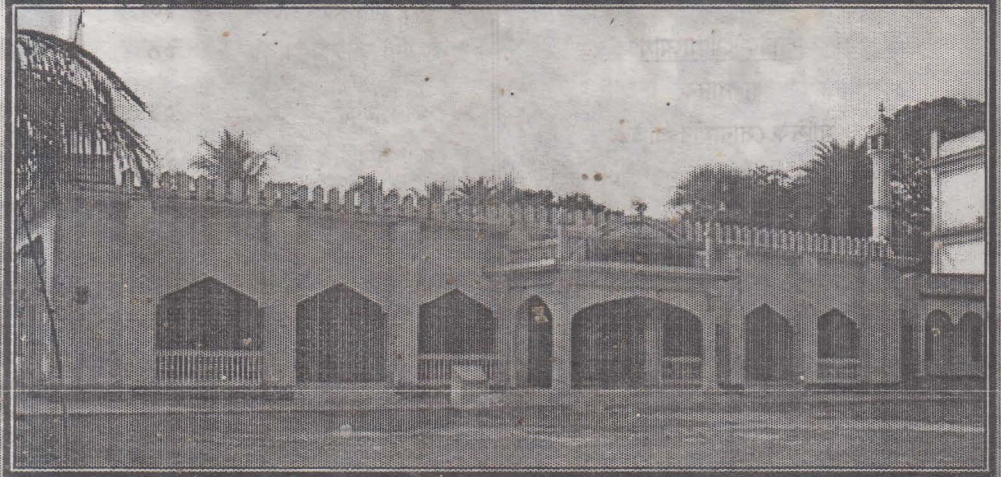


সোনারগাঁও প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫ম সংখ্যা
আগস্ট ২০১৩

৫ম সংখ্যা



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সোনামণিদের বেধা বিকাশে জননা

৫ম সংখ্যা
জানুয়ারি ২০১৩

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

%%%%%%%%%

- প্রধান উপদেষ্টা : ইমামুদ্দীন
- উপদেষ্টা : আব্দুল হালীম
- সম্পাদক : আব্দুল্লাহ আল-মামুন
- সহকারী সম্পাদক : আতীকুর রহমান ও মুনীরুল ইসলাম
- সার্কুলেশন ম্যানেজার : আব্দুল হাকীম, আব্দুল মুমিন, নওশাদ ও মাহমুদ
- কম্পোজ ও ডিজাইন : সাখাওয়াত হোসাইন

প্রকাশনায় : সোনামণি মারকায এলাকা

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক

মাসিক সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুবা, রাজশাহী

মোবাইল : ০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

হাদিয়া : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

প্রচ্ছদ পরিচিতি : দারুল হাদীছ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদ, রাজশাহী।

ভিত্তির দৃশ্য

ভিত্তির দৃশ্য	পৃষ্ঠা নং
➤ সম্পাদকীয়	৩
➤ দরসে কুরআন	৫
➤ দরসে হাদীছ	৭
➤ বহুমুখী তথ্য কণিকা	৮
➤ প্রবন্ধ	১১
➤ গল্পে জাগে প্রতিভা	১৪
➤ কবিতা গুচ্ছ	১৭
➤ একটুখানি হাসি	১৮
➤ বহুমুখী জ্ঞানের আসর	২০
➤ দেশ পরিচিতি	২১
➤ খেলা পরিচিতি	২১
➤ টুকরো ববর	২১
➤ ভাষা শিক্ষা	২৩

সম্পাদকীয়

সোনামণির বন্ধুরা! আস সালামু আলাইকুম। অনেক অনেক শুভেচ্ছা সহ সকলকে ঈদের ঠিক প্রাক্কালে 'সোনামণি প্রতিভা' পরিবারের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। আর তর সইছে না ঈদ? সেই কবে থেকে সিয়াম শুরু হয়েছে? সেই কবে থেকে ঈদের অপেক্ষার পালা চলছে? ঠিক সময়ে তোমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ঈদ পশ্চিম আকাশে বাঁকা চাঁদ হয়ে অভ্যর্থনা জানাবে। ইনশাআল্লাহ। আর তাই কাঙ্ক্ষিত এই ঈদ সংখ্যাটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে সকল শক্তির যিনি আধার, সেই মহান আল্লাহর কাছে অবনত মস্তকে জানাচ্ছি শুকরিয়া। ফালিলাহিল হামদ। এবারের ৫ম সংখ্যাটি প্রকাশ পেল ঈদ সংখ্যা হিসাবে। যা সোনামণি প্রতিভা এর প্রথম ঈদ সংখ্যা। সোনামণি প্রতিভার চলার পথে হলো নতুন এক সংযোজন। আমাদের দৃষ্টি বহুদূর, ইচ্ছাও অফুরত। আর তোমাদের চাহিদাও তা আর নাই বা বললাম। শতাধিক সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল পেরিয়ে সবার লাভ্য অর্জনে আমরা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছি ধাপে ধাপে। প্রতিময় যাত্রা পথে এবারের ঈদ সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক।

রামায়ান মাসের সিয়াম পালনে সকলে ব্যস্ত রয়েছে নিশ্চয়ই। সিয়াম মানুষকে সংযমী করে তোলে। দিনের সময় সকল প্রকার পানাহার সহ সিঁদিলি কিছু কাজ থেকে মানুষ নিজেকে দূরে রাখে। এতে মানুষের অনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ে। সিয়াম কিন্তু মানুষের অম্প্রপলন্ধিও সৃষ্টি করে। পৃথিবির অসংখ্য ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত মানুষের আহাজারীর তীব্রতা অনুভব করা যায়। ভেদে দেখা— একটি শান্তিময় সমাজের জন্য যথার্থ সংযমী ও অম্প্রপলন্ধি সম্পন্ন মানুষের কত বেশী প্রয়োজন। আর রামায়ানের সিয়াম এক্ষেত্রে বড়ই সহায়ক। যারা রামায়ানের পরিপূর্ণ হৃদয় আদায় করতে পারবে তারাই এভাবে আদর্শবান হয়ে উঠে এবং ঈদের প্রকৃত আনন্দ তা শুধু তাদেরই।

আমরা সোনামণি প্রতিভার এ ঈদ সংখ্যাটি তোমাদের মনের মত করার যথার্থ চেষ্টা করেছি। তবুও অপর্যুত হয়তো আছেই, যার দবটুকু পাওনা আমাদের। আর সফলতার অংশটুকু তোমাদের।

বন্ধুরা! বর্তমানে তোমরা এমন এক সময় অতিবাহিত করলে, যে সময় চারদিকে ছিল শুধু ফলের সমারোহ। কবির ভাষায় এভাবে বলা যায় যে, 'জৈষ্ঠ মাস হলো মধু মাস'। আর এই 'মধু মাসটিই আমাদের মাঝ দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল। আশা করি জৈষ্ঠের পুষ্ট এই মাসে তোমরাও তুষ্ট ছিলে। আর এটাই আমাদের কাম্য। আর এই সাথে দুঃখের সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনা বা ধংস্কক সাভার

ট্রাজেডিকে। এই হৃদয় বিদারক করুণ ঘটনায় আমাদের পুরো জাতি মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুর সেই স্থানে বেদনার কাণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল সাভার ট্রাজেডি। সাধারণ মানুষ এতটাই শোকাহত হয়েছিল যে ঘুমালে অস্থির দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে যেত। আর মানুষ নিদ্রাহীন চোখে হাজারো প্রিয়জনের খোজে তাকিয়েছিল সাভারের ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা কবলিত রানা পুজার দিকে। হাসপাতাল, মর্গ, অধরচন্দ্র স্কুল, ধংসস্থল সহ পুরো ভবনের দিকেবিদিক ছোট্টছোট্ট করছিল নিহত ও আহতদের স্বজনেরা। পুরুদর বৃকে দীর্ঘ প্রতিক্ষা, কখন দেখা মিলবে নিখোজ প্রিয়জনের? উদ্ধারকর্মীরা কখন তার নিখর দেহ টেনে বের করে আনবেন? নাকি ক্ষুদা-তৃষ্ণায় কাতর খেঁতলে যাওয়া দেহে নিভু নিভু প্রাণ নিয়ে ফিরে আসবে স্বজনদের মাঝে। এই রকম হাজারো উদেগ, উৎকণ্ঠায় এক একটি প্রহর গোনা স্বজনেরা দিশেহারা ছিল। উৎকণ্ঠিত ছিল গোটা দেশ। সব মিলিয়ে অবশেষে ধংসস্থলে পরিণত হওয়া মৃত্যুর স্থান রানা পুজার উদ্ধার অভিযান শেষ হয় ১৩ ই মে ২০১৩। উক্ত সময় রানা পুজার চারদিকে বহুরকম দৃশ্য অবলম্বিত হয়। মানুষ দিশেহারার মত আল্লাহকে ডাকছে। আল্লাহর কাছে দোয়া করছে। মানুষ যেন আল্লাহর অসীম কুদরত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল। বন্ধুরা! এই পরিবেশ দেখে মানুষ বুঝতে পারল যে আল্লাহর যাই ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তোমরা কিন্তু নাস্তিকদের ন্যায় আল্লাহকে ভুলে যেও না। সর্বদা সকল অবস্থায় আল্লাহর কাছে ভাল কিছু চাইবে। কাউকে প্রতারিত করার চেষ্টা করবে না। তোমাদের কাছে আমাদের আকুল আবেদন এই যে, তোমরা সাভারের রানা পুজায় ধংসস্থলে নিহতদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করবে। আল্লাহ যেন তাদেরকে বেহেশত নসীব করেন। আমিন। আর আহতদের জন্য দোয়া করবে এই বলে যে, হে আল্লাহ! রানা পুজার ধংসস্থলে আহত সকলকে তুমি সুস্থতা দান করে এই ঐদুল ফিতরে ঠিকঠাক অংশগ্রহন করার সুযোগ করে দাও। তারা যেন ঈমানের সহিত পৃথিবীর বৃকে সুন্দর ও সাবলীল জীবন গঠন করতে পারে। আল্লাহ তোমাদের কথা অবশ্যই শোনবেন। ইনশাআল্লাহ। কারণ তোমরা নিষ্পাপ সোনামণি।

ঈদ তোমাদের জন্য হোক আনন্দময়। সকলের মন প্রাণ সুশোভিত হোক সত্য ও সুন্দরের ক্ষনে ক্ষনে। তোমাদের দীর্ঘ এক মাসের সিয়াম সাধনা কবল হোক। তোমরা ধনী গরিব সুখী দুঃখী সকল সোনামণিরা যেন এক সাথে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পার। মহান আল্লাহর কাছে এই কামনা করে আজকের মত বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে নিয়ে ভাল থাক। আমিন।

[স.]



দরসে কুরআন

সোনামণি সংগঠনের প্রথম

গুনাবলী

মায়হারুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

নিশ্চয়ই ছালাতকে মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত প্রমান করে যে জাম আতের সাথে ছালাত আদায় করা ফরয, পাশাপাশি সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। ছালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ- দো'আ করা, রহমত কামনা করা, আরাধনা করা ও গুনগান করা ইত্যাদি। (আরবী অভিধান: আল-ক্বামূসুল মুহিত, পৃ: ১৬৮১)। পারিভাষিক অর্থে শরীআত নির্দেশিত কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা করার ইবাদতকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভাষায় ছালাত বলে। ছালাত ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত যা মিরাজ রজীনেতে ফরয করা হয়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২)। উক্ত গুনাবলীটি শিশু কিশোর সংগঠন সোনামণি এর প্রথম গুনাবলী। সোনামণিদের এই গুনাবলী সম্পর্কে হাদীছে এসেছে- ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে জাম'আতের সাথে ছালাত আদায় করায় ২৭ বা ২৫ গুণ বেশী ছাওয়াব রয়েছে। (বুখারী ১ম খন্ড, পৃ: ৮৯ মিশকাত হা/১০৫২)। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, আমল সমূহের মধ্যে

কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, আওয়াল ওয়াস্তে ছালাত আদায় করা। আমি বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা মাতার সাথে সদাচরন করা। আমি আবারও বললাম তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (মুত্তাফাকু আলাইহ, ছহীহ বুখারী ১/৭৬ পৃ: মিশকাত হা/৫৬৮)। যারা ছালাতের আওয়াল ওয়াস্তে ছেড়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছামত দেরিতে ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, পরিতাপ ঐ সকল ছালাত আদায়কারীর জন্য যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে অমনযোগী এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে। (সূরা মাউন: ৪-৬)। বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন এভাবে যে, যারা নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করে না। আত্মা ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, দুর্ভোগ ঐ সকল ছালাত আদায়কারীর জন্য, যারা শেষ ওয়াস্তে ছালাত আদায় করে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ওটা মুনাফিকদের ছালাত, ওটা মুনাফিকদের ছালাত, ওটা মুনাফিকদের ছালাত। যারা সূর্যের প্রতিক্ষায় বসে থাকে। তারপর সূর্য যখন অস্ত যেতে শুরু করে এবং শয়তান তার শিং মেলিয়ে দেয় তখন মুনাফিকরা ঐ সময় দাড়িয়ে মোরগের মত চারটা ঠোকর মারে। উল্লেখ্য, এখানে আছরের ছালাতকে বুঝানো হলেও অন্যান্য ছালাতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। (তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ড. মজিবুর রহমান, শেষ খন্ড পৃ: ২৮৯)। আমাদের

সমাজে অযাচিত শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবী বলে থাকেন, আরে রাখুন! ঐসব খুটিনাটি বিষয়, আগে মানুষকে ছালাতী বনান। কত মানুষ ছালাত আদয় করে না, সুদ ঘুষ, মদ জুয়াতে দেশ ভরে গেছে আর আওয়াল ওয়াস্তে ছালাত করা নিয়ে ব্যস্ত। যদি তাদের দাবী সত্য হয় তাহলে আয়াতে উল্লেখিত ছালাত আদায়কারী কারা? আওয়াল ওয়াস্তে ছালাত আদায় করার গুরত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের মাঝে এমন সব আমীর ইমাম হবে, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে ছালাত আদায় করবে, তখন তুমি কি করবে? আবু যার (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যথাসময়ে ছালাত আদায় করবে। তারপর তাদের সঙ্গ পেলে পুনরায় তাদের সাথে ছালাত আদায় করবে। আর সেটা হবে তোমার জন্য নফল। (মুসলিম হা/৪৩২)। উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) শীঘ্র ছহীহ গ্রন্থে একবার দুইবার নয়, মোট আটবার উল্লেখ্য করেছেন। (দেখুন যথাক্রমে হা/ ১৩৩৮-৪৪)। উপরোক্ত আলোচনা স্পষ্ট প্রমাণ করে জাম'আতে ছালাত আদায়ের গুরত্ব ও ফযিলত অত্যধিক রাসূল (ছাঃ) এর বাণী সর্বোত্তম আমল হলো আওয়াল ওয়াস্তে ছালাত আদায় করা। (ছহীহ তিরমিযী ১/৫৬ পৃ: হা/১৪৪ সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৬০৭)। উক্ত হাদীছের আলোকে

সোনামনি সংগঠনের প্রথম গুনাবলী উপস্থাপিত করা হয়েছে এই বলে যে, জাম'আতের সাথে আওয়াল ওয়াস্তে ছালাত আদায় করা।

অতএব আসুন! এসো হে সোনামণিরা! আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ও জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত ও প্রার্থনার অনুষ্ঠান 'ছালাতে' রত হই। তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছুকে হারাম করে একনিষ্ঠভাবে বিনম্রচিত্তে বিগলিত হৃদয়ে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন!

লেখা আহ্বান

পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যে অফিস নেতৃবৃন্দ-নেত্রিকণ 'সোনামনি প্রতিভা' পত্রিকায় লেখা দিতে ও মতামত প্রকাশ বা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক

মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
০১৭৬৮-৭৫৬৩১৮
০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

দরাসে হাদীছ

সোনামণি সংগঠনের চতুর্থ গুनावলী

শরিফুল ইসলাম

নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

হযরত গুরাইহ ইবনে হানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেসা করলাম, রাসূল (ছাঃ) যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি প্রথমে কোন কাজ করতেন? তিনি উত্তরে বললেন, মিসওয়াক করতেন। (আত্তাম্মা শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ১/১০৫ পৃ; রিয়ায়ুস সালেহীন হা/১২০০ পৃ:৩৬৯; মিশকাত হা/৩৭৭)।

মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শারীরিক সুস্থতার মাধ্যম সমূহের অন্যতম হল মিসওয়াক করা। একজন ব্যক্তি প্রত্যহ মিসওয়াক না করলে তার পাশে দাড়ানো বা তার সাথে কথা বলা অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এক দিনে কেউ বড় হতে পারে না। তাইতো হামাঙড়ি দিয়ে পড়তে পড়তে হাটিহাটি পা পা করতে করতে বাবা মা বা ভাইয়ের হাত ধরে চলতে শেখে একটি ছোট্ট শিশু সন্তান সেই দিন যদি তাকে তার পিতা মাতা হাটাতো না শিখাতো তাহলে হয়তোবা সে হাটতে জানতো না। সে মা বাবার দায়িত্ব পালনকারীর ভূমিকায় ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যবধি সময় পর্যন্ত দেশের একমাত্র শিশু কিশোর সংগঠন তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করে যাচ্ছে। মায়ের স্নেহের

মত স্নেহ দিয়ে, পিতার শাসনের মত শাসন করে, ভাইয়ের আদরের মত আদর দিয়ে, বোনের মমতার মত মমতা দিয়ে আরও বিভিন্নভাবে উক্ত সংগঠনটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ। পাঁচটি নীতিবাক্য আর দশটি গুनावলীকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সংগঠনটি। দশটি গুनावলীর চতুর্থ গুनावলীতে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে মিসওয়াক করা নিয়ে যা উপরে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে। তাইতো রাসূল (ছাঃ) এ মিসওয়াক করা সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব প্রদান করেছেন, হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, মিসওয়াক করা সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বেশী বেশী নির্দেশ দিচ্ছি। (ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৩৮৭)। রাসূল (ছাঃ) অন্য স্থানে বলেন, আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না হলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক অযুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/১৪০: বুলুগুল মারাম হা/২৯)। ঘুমানোর পূর্বে অযু সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) এর নছীহত হল, হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আমাকে বলেন, যখন তুমি (শয়নের জন্য) বিছানায় আসবে তখন ছালাতের অযুর ন্যায় অযু করবে। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে যাবে। (মুত্তাফাক্ব আলাইহ ছহীহ বুখারী হা/৬৩১১; মুসলিম হা/২৭৬০)। আগের হাদীছে প্রত্যেক ছালাতের পূর্বে মিসওয়াকের কথা বলা হয়েছে আর এই হাদীছে ঘুমানোর অযু করার পূর্বে

মিসওয়াক করাও প্রমাণিত হয় আল্লাহ মানুষকে সুস্থতা দান করেন। এই সুস্থতা টিকিয়ে রাখার জন্য সেরূপ পছাও অবলম্বন করতে হবে। গুনাবলীর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে প্রত্যহ সকালে হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া। এই হাদীছ ইঙ্গিত করে অদূর ভবিষ্যতের দিকে। মানুষ যদি এই কথার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে পালন করত তাহলে হয়তোবা পরবর্তী সময় গুলোতে মানুষ আল্লাহর পক্ষ হতে সুস্থতা লাভ করত। আর আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেন সুস্থতা আমাদের ধোকায় না ফেলতে পারে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, দুটি নে'মত বা অনুগ্রহের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোকায় মধ্যে রয়েছে। আর তা হল সুস্থতা বা সুস্বাস্থ্য এবং অবসর।

পরিশেষে সকল সোনামণির প্রতি আহ্বান রইল তোমরা প্রত্যেকেই আল্লাহর উপর তায়াক্কুল করে সামনের দিকে হাত বাড়ান, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কর, সুস্থ থেকো, ভাল থেকো। আল্লাহ তোমাদের প্রতিটি ভাল কাজের প্রতি সহায় হোন। আমিন!

সোনামণি সংগঠনের

৪ কর্মসূচী:

১. তাবলীগ বা প্রচার
২. তানযীম বা সংগঠন
৩. তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ
৪. তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার

বহুমুখী তথ্য কণিকা

পড়া মনে রাখার ১৩ টি কৌশল

প্রতিভা ডেস্ক

ছোট্ট সোনামণিরা! তোমরা প্রায় সবাই চাও কম পড়ে বেশী লাভবান হতে। কামনা কর এমন কিছু কৌশল যেগুলো অবলম্বন করলে খুব সহজে মনে রাখা যায়। এই রকম ১৩ টি কৌশল নিয়ে আমাদের এবারের আয়োজন।

অবিশ্বাস: অবিশ্বাস যেকোন কাজে সফল হওয়ার জন্য প্রথম ও প্রধান শর্ত। মনকে বোঝাতে হবে পড়াশোনা অনেক সহজ বিষয় আমি পারব, আমাকে পারতেই হবে। তাহলে অনেক কঠিন পড়াটাও সহজ মনে হবে। কোন বিষয়ে ভয় ঢুকে গেলে সেটা মনে রাখা খুব কঠিন। আর পড়া লেখা করার উত্তম সময় হচ্ছে ভোর। সকালে মস্তিষ্ক ফ্রেশ থাকে।

কনসেপ্ট ট্রি : পড়া মনে রাখার ভাল কৌশল হল কনসেপ্ট ট্রি। এ পদ্ধতিতে কোন একটি বিষয়ে শেখার আগে পুরো অধ্যায়টি সাতটি অংশে ভাগ করে প্রতিটি অংশের জন্য এক লাইনে একটি করে সারমর্ম লিখতে হবে। তারপর খাতায় একটি গাছ একে সাতটি সারমর্মকে গাছের একেকটি পাতায় লিখে রাখতে হবে। পাতাগুলোতে চোখ বুলালেই অধ্যায়টি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাওয়া যাবে। এটি একটি পরীক্ষিত বৈদিক ধারণা।

কি ওয়ার্ড: যেকোন বিষয়ের কঠিন অংশগুলো ছন্দের আকারে খুব সহজে

মনে রাখা যায়। যেমন- রংধনুর সাত রং মনে রাখার সহজ কৌশল হলো 'বেনীআসহকলা' শব্দটি মনে রাখা। প্রতিটি রংয়ের প্রথম অক্ষর রয়েছে শব্দটিতে। এমনিভাবে ত্রিকোণমিত্তির সূত্র মনে রাখতে সাগরে লবণ আছে, কবরে ভূত আছে, ট্যার লম্বা ভূত ছড়াটি মনে রাখা যেতে পারে। এর অর্থ দাঁড়ায়, সাইন = লম্ব/অতিভূজ (সাগরে লবণ আছে), কস = ভূমি/অতিভূজ (কবরে ভূত আছে), ট্যান = লম্ব/ভূমি (ট্যার লম্ব ভূত)।

কালোরেশা: ইতিহাস মনে রাখার জন্য এই কৌশলটি কাজে দেবে। বইয়ের সব অধ্যায় হতে মোটামুটি ধারণা নিয়ে গত ৪০০ বছরের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা বানাতে হবে। সেখান থেকে কে, কখন, কেন উল্লেখযোগ্য ছিলেন, সেটা সাল অনুযায়ী খাতায় লিখতে হবে। প্রতিদিন একবার করে খাতায় চোখ বোলালে খুব সহজে বই সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি হবে। ফলে ভুলে যাওয়ার অশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে ইতিহাস মনে রাখা কষ্টকরও বটে!

উচ্চস্বরে পড়া : পড়া মুখস্ত করার সময় উচ্চস্বরে পড়তে হবে। এই পদ্ধতিতে কথাগুলো কানে প্রতিফলিত হওয়ার কারণে সহজে আয়ত্ত্ব করা যায়। শব্দহীনভাবে পড়ালেখা করলে এক সময় পড়ার গতি কমে গিয়ে শেখার আগ্রহ কমে যায়। আর আগ্রহ না থাকলে পড়া শেখার কিছুক্ষণ পরই তা মস্তিষ্ক হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শেখা হয়ে যাওয়ার পর বারবার সেটার পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

এটাও পড়া মনে রাখার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করে।

নিজের পড়া নিজের মত : ক্লাসে মনযোগী হতে হবে। স্যারদের লেকচার ও পাঠ্যবইয়ের সাহায্য নিয়ে নিজে নিজে নোট করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। একটি প্রশ্নের উত্তর কয়েকভাবে লেখার চর্চাও করতে হবে। নিজের তৈরি করা পড়া নিজের কাছে অনেক সহজ মনে হবে। পরবর্তী সময়ে নিজের লেখাটি দু-একবার পড়লে আনায়াসে সেটি আয়ত্ত্ব হয়ে যাবে এবং নিজের মত করে লেখা যাবে। আর এভাবে পড়লে ভুল যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

নতুন পুরানো সংমিশ্রণ: নতুন কিছু শেখার সময় একই রকম আরও বিষয় মিলিয়ে নিতে হবে। কারণ একেবারে নতুন কোন তথ্য ধারণ করতে মস্তিষ্কের বেগ পেতে পারে। কিন্তু পুরানো তথ্যের সঙ্গে নতুন তথ্য সংযোজন করতে পারে খুব সহজে। উদাহরণ স্বরূপ, 'সিডি' শব্দটি শেখার ক্ষেত্রে পুরানো দিনের কলের গানের কথা মনে রাখলে শব্দটা সহজেই মনে থাকবে। শুধু মনে রাখতে হবে শব্দ দুটির মাঝে পার্থক্যটা কী? ফিজিক্সের নতুন কোন সূত্র শেখার সময় মনে করে দেখতে হবে, এধরনের সূত্র আগে পড়া কোন সূত্রের সাথে মেলে কিনা।

কল্পনায় ছবি আঁকা: বিষয়সদৃশ একটি ছবি আঁকতে হবে মনে। গল্পের প্রতিটি চরিত্রকে আশপাশের মানুষ বা বস্তু সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। তারপর সেই বিষয়টি নিয়ে পড়তে বসলে মানুষ কিংবা বস্তুটি কল্পনায় চলে আসবে। এ

পদ্ধতিতে কোন কিছু শিখলে সেটা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। আর মস্তিষ্কে যত বেশী ব্যবহার করা যায়, মস্তিষ্ক তত ধারালো হয় এবং পড়া মনে থাকে।

গল্পের ছলে পড়া: যেকোন বিষয় ক্লাসে পড়ার পর সেটা আড্ডার সময় বন্ধুদের সাথে গল্পের মত করে উপস্থাপন করতে হবে। সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মনের ভাবগুলো প্রকাশ করতে পারবে। সবার কথাগুলো একত্র করলে অধ্যায়টি সম্পর্কে ধারণাটা সচ্ছ হয়ে যায়। কোন অধ্যায় খন্ড খন্ড করে না শিখে আগে পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে সচ্ছ ধারণা নিতে হবে। পরে শেখার সময় আলাদাভাবে মাথায় নিতে হবে। তাহলে যেকোন বিষয়কে একটা গল্পের মত মনে হবে।

পড়ার সঙ্গে লেখা: কোন বিষয় পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি খাতায় লিখে নিতে হবে। একবার পড়ে কয়েকবার লিখলে সেটি বেশী কার্যকর হয়। পড়া ও লেখা একসঙ্গে হলে সেটা মুখস্ত হবে তাড়াতাড়ি। পরবর্তী সময়ে সেই প্রশ্নটির উত্তর লিখতে গেলে আনায়াসে মনে আসে। এ পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে হাতের লেখা দ্রুত করতে সাহায্য করে। পড়া মনে রাখতে হলে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বেশী বেশী লেখার অভ্যাস করতে হবে।

অর্থ জেনে পড়া: ইংরেজি বা আরবী পড়ার সময় শব্দটির অর্থটি অবশ্যই জেনে নিতে হবে। ইংরেজি ও আরবী ভাষা শেখার প্রধান শর্ত হলো শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে প্রয়োগ করা। বুঝে না পড়লে পুরোটাই বিফলে যাবে।

সৃজনশীল পদ্ধতিতে ইংরেজি ও আরবী বানিয়ে লেখার চর্চা করা সবচেয়ে জরুরী। কারণ পাঠ্য বইয়ের যেকোন জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। ইংরেজি শব্দের অর্থভান্ডার সমৃদ্ধ হলে কোন পড়া ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

কেনর উত্তর খোঁজা: এ নিয়মটা প্রধানত বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য প্রযোজ্য। তাদের মনে সব সময় নতুন বিষয় জানার আগ্রহ প্রবল হতে হবে। অনুসন্ধানী মন নিয়ে কোন কিছু শিখতে চাইলে সেটা মনে থাকার সম্ভাবনা বেশী থাকে। আর কোন অধ্যায় পড়ার পর সেটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ল্যাবে ব্যবহারিক ক্লাস করতে হবে। তবেই বিজ্ঞানের সূত্র ও সমাধান গুলো সহজে আয়ত্ত্ব করা যাবে।

মুখস্থবিদ্যাকে না: মুখস্থ বিদ্যা চিন্তা শক্তিকে অকেজো করে দেয়, পড়াশোনার আনন্দও মাটি করে দেয়। কোন কিছু না বুঝে মুখস্থ করলে সেটা বেশী দিন স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয়, সচেতনভাবে কোন কিছু মুখস্থ করা যাবে না। টুকরো তথ্য, যেমন- সাল, তারিখ, বইয়ের নাম, ব্যক্তিদের নাম ইত্যাদি মনে রাখতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞানের কোন সূত্র কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়ত্ত্ব করতে সেটা আগে বুঝে তারপর মুখস্থ করতে হবে।

এসো হে সোনামণি!
রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে
জীবন গড়ি।

প্রবন্ধ

সোনামণিদের ঈদের আনন্দ

যাকারিয়া হোসাইন
সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী
মহানগরী

অনেক আনন্দ আছে উপভোগ করা যায়, আনন্দের মাঝে বিলীন হওয়া যায়, কিন্তু লিখে তর ভাব প্রকাশ করা যায় না। ঈদ তেমনি একটি আনন্দ। বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় আল্লাহতীর্ক মুসলমানদের কাছে: এক মাস কঠোরভাবে সিয়াম সাধনার পর অপার আনন্দ নিয়ে মানুষের মাঝে উঁকি মারে ঈদের সন্ধ্যার বাঁকা চাঁদ। প্রতিটি মানব মনে জাগে আনন্দের সম্ভার। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঈদের আনন্দের শ্বাশত বাণীকে তাঁর এক গানে লিখেছেন –

‘ও মন রামজানের ঐ রোজার শেষে
এলো খুশির ঈদ
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন আসমানী তাগিদ
তোর সোনা দানা বালাখানা
সব রাহে লিঙ্গাহে
দে যাকাত মুর্দা মুসলিমের
আজ ভাঙ্গাইতে নিদ।”

কবির এই অমর গানে ঈদের আনন্দ আর কর্তব্যের কথা এক সুন্দর ছবি রূপে ফুটে উঠেছে। আসলে ঈদের আনন্দের কোন তুলনা হয় না। এই আনন্দে নেই কোন অবসাদ। নেই কোন দুঃখ বেদনা। নেই হিংসা-বিদ্বেষ। নেই ধনী-দরিদ্র

ভেদাভেদ। নেই উঁচু নিচু সম্মানী অসম্মানীর ফারাক। এই আনন্দ ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, ছোট-বড়, সুখী-দুঃখী, সবার আনন্দ। এই অনন্দ কারো একার নয়।

আমাদের মাঝ থেকে আমাদের গর্বিত সম্ভান মূসা ইব্রাহিম এভারেস্ট জয় করল যা সবারই জানা। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঈদের আনন্দ তার কাছে বড় নাকি এভারেস্ট জয়ের। নিঃসন্দেহে সে বলবে ঈদের আনন্দ। অনেকে বলে থাকেন ঈদের আনন্দ সবার জন্য নয়। এই কথাটি সত্য নয়। কেননা ১৫% অন্যান্য ধর্মালম্বীরাও সামাজিকভাবে মুসলমানদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেই। যারা এই যুক্তি পেশ করে তারা বলে থাকে পহেলা বৈশাখ হলো সবার জন্য। এ কথাটি আর্থিক সত্য। কেননা বাংলাদেশের সকল মানুষ একই সাথে নববর্ষ পালন করে না। সনাতন ধর্মের লোকেরা ১৫ ই এপ্রিল নববর্ষ পালন করে আর অন্যান্যরা পালন করে ১৪ই এপ্রিলে। সুতরাং পহেলা বৈশাখকে সার্বজনীন জাতীয় উৎসব বলা যায় না। এক বছর পহেলা বৈশাখের দিন ঈদ হয়েছিল। দেখা গেল সেবার আর পহেলা বৈশাখ পালিত হল না। পালিত হল ঈদের আনন্দ উৎসব। ঈদের আনন্দে বেশিরভাগ আনন্দিত হয় সোনামণিরা। কেননা তাদের কোন কাজ কর্ম থাকে না থাকে শুধু আনন্দ। ২০ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে আনন্দ বেশী। কেননা বর্তমানের আনন্দ উপভোগের উপকরণগুলো অতীতে ছিল না। এখনও যে খুব একটা আছে তা

নয়। কারণ আমরা দরিদ্র সমাজের মানুষ—“আমাদের নুন আনতে এখনও বেশিরভাগ মানুষের পানতা ফুরায়”। কিন্তু না, একটা জিনিস চির অস্পন্ন হয়ে থেকে গেছে। আর তা হল আনন্দ। এই আনন্দের কোন রকম হের ফের হয়নি। যাই ছিল তাই থেকে গেছে।

একজন সিয়াম পালনকারী যতটা ঈদের আনন্দ ভোগ করতে পারে ততটা আনন্দ সিয়াম না পালনকারী সোনামণি উপভোগ করতে পারে না। কেননা যখন সে নিজেকে আনন্দের অতল সাগরে ডুবিয়ে দেয়, তখন সে খেয়াল করে আমি একজন সোনামণির থেকে একটু আলাদা। কেননা সে সারা মাস সিয়াম পালন করেছে আর আমি একটিও সিয়াম পালন করিনি। একজন ধনী ঘরের সন্তানকে পিতা মাতা যখন ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য নতুন জামা কাপড় পরিধান করতে দেয় তখন আরেক শ্রেণির পিতা মাতা ছেলে মেয়েকে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্য উপহার দেয় পুরানা ছেড়া ফাটা জামা কাপড়। কেননা এটিই তার কাছে অনেক কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই ছেড়া জামায় আনন্দ করতে সে একটুও কার্পণ্য করে না। কেননা তার মাঝে লুকিয়ে আছে দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর অবশেষে আনন্দ উৎসব। এটিই কি তার জন্য অনেক নয়।

আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের চেয়ে আনন্দ কম হয় না; বরং একটু বেশীই হয়। ঈদের দুই তিন দিন আগ থেকে শুরু হয় আনন্দ। শহরে লোকেরা ফিরে আসে তাদের নাড়ির টানে। শহর

অনেকটা খালি হয়ে যায়। এতে স্থায়ী শহরবরসীদের উপকারও হয়। যানজট থেকে মুক্ত হয়ে খোলা আকাশের নিচে ফুরফুরে বাতাসের মাঝে ঘুরে বেড়াতে পারে শহরের মানুষেরা। এরপর সিয়াম শেষের দিনে সন্ধ্যা বেলায় দেশের ৮৫% মুসলিম সবাই চেয়ে থাকে পশ্চিম আকাশের দিকে। অধীর আগ্রহের পর যথা স্থানে যথা সময়ে বাঁকা হয়ে উঁকি মারে ঈদের চাঁদ। আর তাতেই আনন্দে ভেসে পড়ে লাখো সোনামণি। এরপর সকালে ঘুম থেকে উঠে ঈদের ছালাতে উপস্থিত হওয়া। ছালাত আদায় শেষে একে অপরের মাঝে কোলাকোলির হুল্লোড় পড়ে যায়। ঈদের মাঠ থেকে এসে সবাই এই বাড়ি ঐ বাড়ি দৌড়ে বেড়ায়। সেদিন সবার দরজা খোলা থাকে। কেউ নিজের দরজায় আসতে বিন্দুমাত্র বাধা প্রকাশ করে না; বরং যার বাড়িতে কেউ যায় না সে খুব কষ্টে থাকে। সে মনে করে আমাকে কেউ পছন্দ করে না।

পৃথিবীতে সুখী মানুষের পাশাপাশি রয়েছে অগণিত দুঃখী মানুষ। এতো অগণিত দুঃখী মানুষ যারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। মাথা গোজার এতটুকু ঠাই পায় না। ফুটপাতে বস্তিতে যাদের জীবন কাটে মানবেতর। যাদের ছেলে মেয়েরা শীতের দিনে পায় না এতটুকু শীত বস্ত্র, গরমে পায় না একটু ঠান্ডা হাওয়া, রাতে মশারীর অভাবে মশার কামড়ে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে—এমনই ওদের জীবন। সেই অগণিত দুঃখী মানুষের পাশে দাড়াবার ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন মহান আল্লাহ।

তিনি তার প্রেরিত ধর্ম ইসলামে বিধান করে দিয়েছেন সাদাকাতুল ফিতরার। যা সকল মুসলিমকে আদায় করতে হয়। দুনিয়ার সব আনন্দ হয়ে থাকে স্থান কাল পাত্র ভেদে। দুনিয়াতে সকল ধর্মের কোন না কোন বড় ধর্মীয় উৎসব থাকে। এই উৎসবে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অনন্দ উৎসব করে। হিন্দুদের বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পূর্ণিমা। আর খ্রীস্টানদের বড় উৎসব খ্রীস্ট মাস ডে। এসব ধর্মীয় উৎসবে কেউ শরীক হয় ধর্মীয় অচার-অনুষ্ঠানে, কেউ মেতে উঠে আনন্দ হাসি গানে আর কেউ কেউ ঘুরে ফিরে আনন্দ করে। কিন্তু মুসলমানদের বড় দিন ঈদের আনন্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই উৎসব বা আনন্দ শ্বশত। এ আনন্দ চির কালীন এবং চির অমলিন। স্থান কাল পাত্র ভেদে এই আনন্দের অনুভূতি ভিন্নতর হয় না। বরং কালে কালে এর রূপ ও মাধুর্য বৃদ্ধি হয়। এর উপলব্ধি হয় গভীরতর। আমাদের ধর্মীয় আদর্শ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির খোলামেলা বাহ্যিক রূপ আমরা ঈদের প্রাক্কালে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের অঙ্গপরিচয় বা জাতিসত্তা ঈদের প্রাক্কালেই আমরা দেখতে পায়। আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য কত উদার ও ঐশ্বর্যমন্ডিত তা আমরা দেখি ঈদের দিনগুলোতে। ঈদের এই আনন্দে রাসূল (ছাঃ) এর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে ধনী-দরিদ্র, সুখী-দঃখী ভেদাভেদ কখনও মুছে যাবে না। মানুষে মানুষে হানাহানি কখনও বন্ধ হবে না। তখন এই ঈদের আনন্দ হবে অর্থহীন। তাই ঈদের আনন্দ উৎসব

পালন করতে হলে মানব সেবার মাধ্যমেই সকলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই স্বার্থক হবে ঈদের সকল আনন্দ। আর এটাই হলো ঈদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সকল আনন্দকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সকলের ঈদের আনন্দ অটুট রাখুন। আমিন।

(২)

সফল হতে হলে

আব্দুল্লাহ আল মামুন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

সুখী হও: এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সুখী চিন্তের মানুষেরা যে কাজই করুক না কেন তাতে তারা যথেষ্ট ভাল করে এবং অন্যদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যায়। সুখী হওয়া শুধুই মনের ব্যাপার হাসোজ্বল চেহারা, মিষ্টি হাসি, শীতল চক্ষু এই বৈশিষ্ট্যগুলোর অধিকারী হও। এমন গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির পাশে মানুষ আশ্রয় গ্রহন করে থাকে। তার পরশে এসে প্রশান্তি লাভ করে। একজন মানুষের আকর্ষণীয় অঙ্গ হলো চোখ। তোমার চোখের চাহনী অন্য জনকে উদ্বীণ করে তুলে। কিন্তু যে চোখ চৌত্র মাসের খরার ন্যায়া সে চোখের দ্বারা কি মানুষের মন জয় করা যায়? বর্তমান যে কোন অবস্থাকে সহজভাবে গ্রহন করলেই সুখে থাকা যায়। তাই বর্তমান অবস্থাকে সহজভাবে গ্রহন কর তার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ সময়কে উন্নতি করার চেষ্টা কর। নেতিবাচক মনোভাব যেমনিভাবে তোমাকে দুঃখী করে থাকে ঠিক তেমনি ইতিবাচক মনোভাব তোমাকে সুখী করে

তোলে। নেতিবাচক মনোভাব পোষনের অভ্যাসটি বদলে ইতিবাচক মনোভাব পোষনের অভ্যাস গড়ে তোল। ইতিবাচক মনোভাব তোমাকে সুখী করবে। একটি সুখীও শান্ত মন তোমাকে তোমার সফলতা অর্জনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অভিযোগ করা ও মানুষকে শত্রু ভাবা হতে দূরে থাক: তুমি হয়তো মনে করতে পার যে, সফলতা লাভ আর অভিযোগ করার স্বভাব এ দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তোমার এই ধারণা ভুল। অভিযোগ করার স্বভাব থাকলে সফলতা অর্জন করা দুরন্ত। সফলতার পথে চলতে গিয়ে তুমি যখন বাধাবিঘ্ন নিয়ে অভিযোগ করতে থাকছো তখন তুমি বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করার সময় ও সাহস দুটোই হারাচ্ছে। কারণ তুমিতো অভিযোগ করা নিয়েই ব্যস্ত। যখন তুমি চিন্তা করছ এই পথে চলতে গেলে এই সমস্যা আর ঐ পথে চলতে গেলে ঐ সমস্যা তখন তুমি সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হারাচ্ছে। তাই বাধাবিঘ্নকে সমস্যা মনে না করে সেগুলোকে সুযোগ মনে করাই তোমার জন্য লাভের। তুমি সর্বদা মনে রাখবে আমি কারো প্রতি কোনরূপ অভিযোগ করব না। কেন তুমি কারো প্রতি অভিযোগ করবে? সাথে সাথে কাউকে শত্রু বলে ভাববে না। তুমি সর্বদা মনে করবে সবাই আমার বন্ধু। কেউ তোমার ক্ষতি করলেই সে তোমার শত্রু নয়। শত্রুকে বন্ধু বলে স্বীকার করাই হবে তোমার প্রথম কাজ। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর হাদীছ শোন- ইবনু

ওমর (রাঃ) হতে বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা উচ্চকণ্ঠে আহবান জানিয়ে বলেন যারা মুখে ইসলাম গ্রহন করেছে কিন্তু হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। তোমরা মনে রাখ, তোমরা মুসলিম ব্যক্তিদের কষ্ট দিও না, তাদের লজ্জা দিয়ো না এবং দোষ অশ্বেষন কর না। কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষাশ্বেষন করবে আল্লাহ তার দোষ অশ্বেষন করবেন। আর তিনি যার দোষ খড়িয়ে বের করবেন তাকে অপমান করে ছাড়বেন, যদিও সে তার ঘরের কোনে লুকিয়ে থাকে। (তিরমিযী হা/২০৩২; মিশকাত হা/৫০৪৪ সনদ ছহীহ)। তুমি সর্বদা মনে করবে, আমি অভিযুক্ত তবে অভিযোগকারী নই, আমার শত্রুর অভাব নেই তবে আমি কারো শত্রু নয়।

সুখের জাগে শ্রুতি

অন্যের উপকার মানাই নিজের উপকার

ইব্রাহিম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।
একদেশে এক ছিল রাজা। রাজার ছিল এক ছেলে। ছেলে বিয়ে করেনি। বিয়ে করার জন্য পিতার কাছে বিদায় নিয়ে কিছু সঙ্গী নিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে। যেতে যেতে দেখে একটি ছোট মাছ পানির ভিতর লাফাতে লাফাতে পানির উপরে ছিটকে পড়েছে। মাছটি খুব দাপাদাপি করছে। রাজার ছেলে মাছটাকে পানিতে ছেড়ে দিল। তারপর আবার যেতে শুরু করল। যেতে যেতে

দেখে একটি গাছ মরা মরা অবস্থা হয়ে গেছে। রাজার ছেলে নদী থেকে পানি এনে গাছের গোড়ায় দিল। তারপর আবার চলতে শুরু করল। এবার যেতে যেতে দেখে কয়েকটি জোনাকি পোকা পানিতে পড়ে আর উঠতে পারছে না। রাজার ছেলে পোকাগুলোকে পানি থেকে তুলে উপরে রোদে রাখল। কিছুক্ষণ পর পোকাগুলি উড়ে গেল। রাজার ছেলে তার সঙ্গীদের নিয়ে বিয়ে করতে চলে গেল। বিয়ের দিন কাজি সাহেব বিয়ে পড়ানোর সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। সে সময় কারো কাছে কোন লাইট ছিল না। তখন রাজার ছেলে সঙ্গীদেরকে বলল, কালকে যে জোনাকি পোকাদের বাচলাম তাদের যদি পকেটে পুরে রাখতাম তাহলে সেই আলো দিয়েই কিছুটা কাজ চালানো যেত। এ সময় তার পাশ দিয়ে একটি জোনাকি পোকা উড়ে যাচ্ছিল। সে তার এই কথা শুনে অনেকগুলি জোনাকি পোকাকে ডেকে আনল। তারপর সেই আলোতেই তার বিয়ে হল। বিয়ে শেষে রাজার ছেলে ফেরার পথে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারপর সে দেখল যে গাছটিতে সে পানি দিয়েছিল সে গাছটি খুব সুন্দর হয়েছে এবং তাতে অনেক ফলও ধরেছে। রাজার ছেলে ও তার সঙ্গীরা সে গাছের নিচে বিশ্রাম নিল তারপর আবার চলতে শুরু করল। এরপর তার সামনে পড়ল একটা নদী। আসার সময় জাহাজে করে সে নদী পার হয়েছিল। কিন্তু এখন কোন নৌকা নেই আর নৌকা আসতেও অনেক দেরী হবে। তখন রাজার ছেলে সঙ্গীদেরকে বলল, এখন যদি কোন বড়

মাছ এসে আমাদের নদীটা পার করে দিত তাহলে কতই না উপকার হতো। রাজার ছেলে যে মাছটিকে উপরে থেকে পানিতে নামিয়ে দিয়েছিল সে মাছটি ধারে এসেছিল খাবার খেতে। মাছটি রাজার ছেলের এ কথা শুনে তাড়াতাড়ি করে একটি ডলফিন মাছকে ডেকে নিয়ে আসল। ডলফিনটি তাদেরকে নদী পার করে দিল। তারপর রাজার ছেলে বাড়ি গিয়ে তার বাবাকে সব খুলে বলল। তখন রাজার ছেলে সবাইকে ডেকে তার ছেলে কথা খুলে বলল। তারপর রাজা সকলকে বলল তোমরা সবাই সাবরই উপকার করবে তাহলে তারাও তোমাদের উপকার করবে। যেমন আমার ছেলে অন্যের উপকার করে নিজেও উপকার পেয়েছে।

(২)

ইসলামী শিক্ষা

শহিদুল্লাহ

নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

এক গরীব বৃদ্ধা ছিল। আর তার ছিল একটি মাত্র ছেলে সন্তান। একদিন সে গ্রামে হচ্ছিল ইসলামী মাহফিল। তখন বৃদ্ধা সেখানে গেল। এবং বসলো। কিছুক্ষণ শোনার পর সে বৃদ্ধা শুনলো একটি মস্তিষ্কে গাথা কথা। যা ছিল তোমরা এমন একটি সন্তান লাগিত-পালিত কর সে সন্তান যেন তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকটে মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করে। তখন সে চিন্তা করল, যে তার ছেলেকে মাদরাসায় পড়াবে। অতঃপর ছেলেকে মাদরাসায় ভর্তি করালো। এবং সেই ছেলে পড়া-লেখা করতে থাকলো। কয়েক বছর পর সে

হেফজ ও কিতাব বিভাগ শেষ করে এবং পরহেজগার হিসাবে গড়ে উঠে।

সব সময় দোয়া কালেমা পাঠ করে। এক সময় তার পড়া-লেখা শেষ হল। সে অনেক দিন পর বাড়ী যাবে তাই আনন্দ করতে লাগে। সকাল হলে সে বাড়ী যাওয়ার আনন্দে আল্লাহ নাম না নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে এক সময় সে বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে থাকত এক যাদু সর্দার। সে যাদু সর্দার ছেলোটিকে বাঘের আকৃতিতে তৈরি করে ফেলল। এবং সে বাঘের আকৃতিতে বাড়ি গেল। এবং গ্রাম বাসিরা বাঘ দেখে তাকে মারার জন্য ধাওয়া করল লাঠি-বল্লম দিয়ে। এবং সে বাঘ ছেলে নিজের জীবন বাঁচাতে তাদের খড়ের বাড়ির ছাউনির উপর লাফিয়ে উঠল। এবং সে নিজেকে আড়াল করল। তখন গ্রাম বাসি তার মাকে বলল, আপনার বাড়ির ছাউনির উপর একটি বাঘ রয়েছে। তখন তার মা সে বাঘকে দেখতে গেল। দেখার পর তার মায়ের মনে দয়া আসে। এবং বাঘটিকে বনে যেতে সাহায্য করল। সে বনে যাওয়ার পর সেখানে শুধু কাদে এবং ভাবে যে এই বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা পাব। একদিন সে বাঘ ছেলে ঘুরতে ঘুরতে সেই যাদু সর্দারকে দেখতে গেল। এবং আরও দেখলো যে তার সাথে আরো লোক রয়েছে। তারা তার কাছ থেকে যাদু বিদ্যা শিখছে। তখন থেকে সেই বাঘ ছেলে প্রতিদিন সেখানে যায় এবং তাদের লক্ষ্য করে। এবং তাদের কথা শুনতে থাকে। একদিন যাদু সর্দার বলল যে, আমি তোমাদের মধ্যে থেকে চারজন সাহসী লোক চায়। তাদেরকে ভিতরে নিয়ে গেল এবং বলল যে এই বনের সব চেয়ে বড় গাছের পাশে মাটির তলে একটি হাড়ি

রয়েছে তা আমাকে এনে দাও। এবং এটা ও বলল যে সেই হাড়িটা আনতে না পারলে বা অন্য কেউ নিয়ে গেলে আমি যাদেরকে যাদু করেছি তারা আমাকে হত্যা করবে। তখন সেই বাঘ ছেলে তা শুনতে পেল এবং তাড়াতাড়ি গেল সেই হাড়ির খোজে এবং কিছুক্ষণ খোজার পর সে হাড়ি পেয়ে গেল এবং দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ল অপর দিকে যাদু শিক্ষার্থীরা হাড়ি খোজার জন্য বনের ভিতর গেল। তারা অনেক খোজাখুজির পরও সে হাড়ি পেলনা। তখন যাদু সর্দারের মাথায় হাত। আর অপরদিকে জাদু সর্দার যাদের যাদু করেছে তারা তার যাদু থেকে শিক্ষা লাভ করল। আর সে বাঘ ছেলেও আগের অবস্থায় ফিরে আসে তারপর বাঘ ছেলে ও আরোগ্য ব্যক্তির সেই যাদু সর্দারের ঘরে প্রবেশ করল এবং তাকে হত্যা করল। আর সে ছেলে বাড়ী ফিরে গেল।

শিক্ষা :

১. পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানকে স্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া। যেন মৃত্যুর পর তাদের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করে।
২. সব সময় আল্লাহর নাম করে, দোয়া-কলাম পাঠ করা।
৩. শয়তানের অনিষ্ট হতে বেচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।
৪. যাদু শিক্ষা করা হারাম। এটা শয়তানের ইলম।
৫. অপরের ক্ষতি করলে নিজেই ক্ষতিতে পড়তে হয়।

ক বি তা ও ছ

রাফিদ খান

সিয়ামের শিক্ষা

সাখাওয়াত হোসেন

নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সিয়াম হলো: জীবনটাকে আল্লাহর পথে দেয়া
 সিয়াম হলো: একটি মাসের পূন্য করে নেয়া।
 সিয়াম হলো: আল্লাহর হুকুম ন্যাযের পথে চল্লা
 সিয়াম হলো: সকল কাজে সত্যি কথা বলা।
 সিয়াম হলো: পঙ্কস্তম্ভের একটি ইবাদাত
 সিয়াম হলো: তাগ তিতিক্ষা শিক্ষা করার পথ।
 সিয়াম হলো: আল্লাহতীরুর অমূল্য সম্পদ
 সিয়াম হলো: শয়তানের জন্য কঠিন এক বিপদ।
 সিয়াম হলো: রাত ও দিনে সত্য সাধনার
 সিয়াম হলো: আশেরাতে জান্নাত কমনার।

ঈদ এসেছে

আব্দুল্লাহ আল মাযুন

ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে

ভীষণ কোলাহল,

আনন্দের বারতা নিয়ে

নাচছে সোনামণির দল।

ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে

বোন ধরেছে বায়না,

দিতে হবে আলতা, ফিতে

নুপুড়, চুড়ি আর আয়না।

মা বলেছে খোকা আমার

সোনার চেয়ে দামী,

তোকে ছাড়া এ জগতে

চাই না কিছু আমি।

খুকু চায় যদিকে

চাঁদ যায় সেদিকে,

খুকু হাসে খিলখিল

দুই চাঁদে ভারি মিল।

“মা” এর মত

ঈদ এলো ভাই ঈদ এলো

ঈদগাহে সব যায় চলো।

ঈদের আনন্দে উৎসবে

দুঃখ ব্যথা সব ভোলো।

আমার মত মা নেই যার

দুঃখ কিসে ঘুচবে তার।

মা ডাক হলো প্রাণ জুড়ানো

ঈদের মতই সাম্যতার।

সৃষ্টিকর্তা

আব্দুর রহীম

পঞ্চম শ্রেণি, নওদাপাড়া মাদরাসা।

আল্লাহ মোদের সৃষ্টিকর্তা

তিনি মোদের রব,

তিনি মোদের জীবনদাতা

তিনি মোদের সব

আল্লাহ দিল চাঁদের বুকে

মন মাতানো আলো,

সেই আলোতে দূর হয়ে যায়

রাতের আখার কালো।

আমরা শুনি পাখির গলায়

মিঠে মধুর গান

পাখির সুরে উঠলো ফুটে

আল্লাহর এক দান।

খুশির ঈদ

হাবিবুর রহমান

কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

খুশির ঈদে নিজকে ছেড়ে

পরকে ভালবাস

পরের দুঃখে ভাগী হয়ে যাও

তৃপ্তি মনে হাসো।

ঈদের দিনে মনের মাঝে

সব ভুলে যায় হিংসা

পরের জন্য কাজ করতে পারি।

এই প্রার্থনা আল্লাহর

দরবারে সারাঞ্চ

আল্লাহ তুমি কবুল কর
এই হতভাগার প্রার্থনা।

তাওহীদ

ইসমাল হোসেন হৃদয়
পঞ্চম শ্রেণি, নওদাপাড়া মাদরাসা।
কে নিয়ে আসবে তাওহীদী পথ
বিশাল এ ধরায়
তাওহীদের পথ দেখিয়ে দেয়
সোনামণি প্রতিভায়।
তাওহীদের দিকে আসবে যারা
কুরআন হাদীছ মানবে তারা।
কুরআন হাদীছ দেখিয়ে দেয়
তাওহীদেরই রাস্তা।
সে পথে চললে মোরা
জান্নাত সবাই পাব।
কুরআন হাদীছ মানলে
বাধা আসবে ঘরে।
আল্লাহ ছাড়া করি না ভয়
ভয় নেই মোদের অন্তরে।
তাওহীদের কথা মানবে যারা
আলেম ও স্ত্রীলী হবে তারা।
আলেমদের পথ একটাই হয়
তাওহীদ ছাড়া আর কিছু নয়।

কাব্যগ্রন্থ

রবিউল ইসলাম
পঞ্চম শ্রেণি, নওদাপাড়া মাদরাসা।
আমি একজন কবি.
কাব্যগ্রন্থ লিখি
কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে
জীবনের কথা প্রকাশ করি।
কাব্যগ্রন্থ এর বই আছে মোর
বাজারে বিক্রি করি
বই বিক্রির টাকা দিয়ে
খাদ্য উপার্জন করি।
ইচ্ছামত জীবনটাকে গড়তে চাই আমি।



ঈদের চাঁদ

নওশাদ শেখ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ঈদের চাঁদ দেখার পর শিক্ষক ছাত্রের
মাঝে কথা হচ্ছে-
শিক্ষক: বলত পলাশ এখান থেকে
কোনটা দূরে মক্কা নাকি ঈদের চাঁদ?
পলাশ: মক্কা স্যার।
শিক্ষক: আশ্চর্য হয়ে! কী করে?
পলাশ: কারণ আমি মক্কা দেখতে পাচ্ছি
না, কিন্তু ঈদের চাঁদটা দেখতে পাচ্ছি
স্যার।

বিপরীত কথা

যোবাইর
৬ষ্ঠ শ্রেণি, নওদাপাড়া মাদরাসা।
শিক্ষক ক্লাসে ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছে
শিক্ষক : বলতো আসমানের বিপরীত
কি?
ছাত্র : যমীন।
শিক্ষক : শুড! খুব ভাল।
ছাত্র : স্যার ব্যাড! খুব খারাপ।
শিক্ষক : কি বললে বেয়াদব।
ছাত্র : স্যার! আদব।
শিক্ষক : আশ্চর্য তো।
ছাত্র : এটা তো জানি না স্যার।

পাগলের খেলা

তরিকুল ইসলাম
৫ম শ্রেণি, নওদাপাড়া মাদরাসা।
পাঁচজন পাগলকে একটা লোহার বল
দেওয়া হল, তাদের পরীক্ষা করার জন্য।
তারা বলটি নিয়ে মাঠে নেমে গেল।
তারা আনন্দের সাথে খেলা শুরু করল।
কেউ পা দিয়ে শট করল কেউ বা পা
দিয়ে হাই মারল। পরপর চার জনেই
হাত-পা নাড়াচাড়া করছিল। পাচ নম্বর

ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করা হল তুমি খেলছো না কেন? সে বলল, সবাই তো বলটাকে পা দিয়ে মারছে আমি হেড মারব তাই অপেক্ষা করছি।

দুই বাচাল

মুস্‌ড্রাকিম

৭ম শ্রেণি, নওদাপাড়া মাদরাসা।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে।

প্রথম বন্ধু : বলতো আকাশ যদি নীল না হয়ে যদি লাল হতো তবে কেমন হতো?
দ্বিতীয় বন্ধু : তাহলে তুই আমাকে প্রশ্ন করতি- আকাশটা যদি লাল না হয়ে নীল হতো তবে কেমন হত বল তো?

কাষ্টমার

প্রথম বন্ধু : এসব কথা বাদ দে। বল তো দোকানের শপিং ব্যাগে লেখা থাকে, 'আবার আসবেন'। এ কথার অর্থ কি?
দ্বিতীয় বন্ধু : দোকানদার কাষ্টমারকে একবার ঠকিয়ে মজা পায় না তো তাই এ কথা লেখা থাকে।

চার বন্ধু

মুশফিকুর রহমান

নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চার বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে।

১ম বন্ধু কানা : এ আজকে আকাশটা কত সুন্দর দেখ।
২য় বন্ধু বধির : এই আজকে দেখ কি সুন্দর একটা গান হচ্ছে?
৩য় বন্ধু পঙ্গু : শালা দুইজনকে দেব দুই লাখি। শালারা দেখতে পাওনা আর গুনতে পাওনা আর তারা দেখাচ্ছে আর গান গুনাচ্ছে।
৪র্থ বন্ধু ফকির : মার শালাদের। যত টাকা লাগে আমি দেব।

পাখি কাকে বলে?

সাক্ষির : আচ্ছা রাকিব তুমি কি বলতে পার পাখি কাকে বলে?

রাকিব : জ্বি না মামা। আপনি বলে দিন না প্লিজ।

সাক্ষির : তাহলে শোন। যার দুটো পাখা আছে, যা উড়তে পারে এবং গান করতে পারে অর্থাৎ ডাকতে পারে তাকেই পাখি বলে। বুঝতে পেরেছ?

রাকিব : হ্যাঁ পেরেছি। না বুঝার কি আছে?

সাক্ষির : আচ্ছা তা হলে তুমি একটা পাখির নাম বল তো দেখি?

রাকিব : এত সহজ একটা প্রশ্ন আপনি আমাকে করলেন?

সাক্ষির : ঠিক আছে মানলাম সহজ। তা হলে তুমি উত্তরটা বল।

রাকিব : মাছি। আপনি তো বললেন যার পাখা আছে উড়তে পারে তাকে পাখি বলে। তাই মাছি একটা পাখি।

ডাক্তার ও রোগী

আশিক

৫ম শ্রেণি, নওদাপাড়া মাদরাসা।

ডাক্তার ও রোগীর মধ্যে কথা হচ্ছে

রোগী : আমি দূরের জিনিস ভাল করে দেখতে পারি না। আমাকে একটা চশমা দিন।

ডাক্তার : (জানালা খুলে বলল) আকাশের দিকে তাকান কি দেখতে পাচ্ছেন?

রোগী : কেন? চাঁদ, তারা।

ডাক্তার : বাছা, আরো কতদূর দেখতে চাও?

বিশ্বমুখী জ্ঞানের আমর

এই ঈদে কয়েকটি রান্না

প্রতিভা ডেস্ক

ঈদ মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পরম নৈ'আমত। এক মাস সিয়াম সাধনার পর আসে ঈদুল ফিতর। যারা সিয়াম সাধনা করে ঈদের আনন্দ তাদের জন্যই। ঈদ মানেই মজাদার খাবারের আয়োজন। কারণ খাওয়া দাওয়া আল্লাহর এক বিশেষ নৈ'আমত। এই নৈ'আমত গ্রহন করে বান্দা খুশি হন। তাই ঈদের খুশির এক প্রধান অংশ জুড়ে থাকে খাওয়া দাওয়া। একটা জিনিস উল্লেখ্য করতে চাই যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, কাজের ধারা এবং রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। তাই এখন রান্না বান্নাকেও একটি সৃজনশীল কাজ বলে গন্য করা হয়। এ সম্পর্কিত অনেক বই পুস্তকও লেখা হয়, এমনকি রেডিও-টিভিতে বেশ গুরুত্ব সহকারে রান্নার প্রণালী প্রচার করা হয়। সেই সঙ্গে প্রচলন ঘটেছে রেসিপি। এতে লেখা থাকে কিভাবে রান্না করতে হবে, কয় জন রান্নাটা খেতে পারবে ইত্যাদি। খাবার সাজিয়ে পরিবেশন করাও রান্নার একটি অংশ। সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হলে অল্প খেয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায়। এসো সোনামণিরা এই ঈদের জন্য আমরা কয়েকটি রান্নার প্রণালী জেনে নিই। ছোট বোনেরা নিজেরাও রান্না করতে পার, কিংবা রান্নার সময় আম্মুকে সাহায্য করতে পার।

রান্নার উপকরণ ও রন্ধন প্রণালী:

ভূনা খিচুড়ী:

মুগডাল ভাজা	- ১ কাপ
পোলাউর চাল	- ২ কাপ

আদা, মিহিকুচি করে	- ২ চা চামচ
লবঙ্গ	- ৪ টি
দারচিনি	- ৩ টুকরা
তেজপাতা	- ১ টি
ঘি	- ১/৩ কাপ
পানি (ফুটানো)	- ৫ কাপ
লবন	- ১ টেবিল চা চামচ

রন্ধন প্রণালী:

১. চাল ও ডাল ধুয়ে পানি ঝরাই।
২. ঘিয়ে আদা, তেজপাতা দিয়ে চুলায় দেয়। খুব অল্প ভাজি। চাল, ডাল, লবঙ্গ, দারচিনি দিয়ে ভাজি।
৩. ভাজা হলে ফুটানো পানি ও লবন দিয়ে নাড়ি। ফুটে উঠলে ঢেলে দেয়। মৃদ জ্বালে ২০-২২ মিনিট ফুটাই।
৪. বেরেস্তা ও সিদ্ধ ডিমের স্লাইস দিয়ে ভূনা খিচুড়ী সাজিয়ে পরিবেশন করি। হলুদ মরিচ দিয়ে ঝাল ভূনা খিচুড়ী করা যায়।

মাংসের কালিয়া:

মাংস	- ১ কেজি
তেল	- ৩/৪ কাপ
পেঁয়াজ বাটা	- ১/৪ কাপ
আদা বাটা	- ১ টে. চা চামচ
রসুন বাটা	- ২ টে. চা চামচ
হলুদ বাটা	- ১ টে. চা চামচ
মরিচ বাটা	- ১ টে. চা চামচ
ধনে বাটা	- ১ টে. চা চামচ
জিরে বাটা	- ১ টে. চা চামচ
গোল মরিচ বাটা	- ১ চা চামচ
দারচিনি	- ৩ টুকরা
এলাচ	- ৩ টি
তেজপাতা	- ১ টি
আলু	- আধা কেজি
রন্ধন প্রণালী:	

১. মাংস টুকরা করে ধুয়ে নেই। আলু বাদে ১/৪ কাপ তেল ও সব উপকরণ মাংসে দিয়ে ভাল করে মাখাই। মাংসে সমান সমান পানি দিয়ে চুলাই দেয়।
২. আলু খোসা ছাড়িয়ে দুই টুকরো করি। পানি শুকিয়ে মাংস সিদ্ধ হলে কষাই। বাকি তেলে আলু গুলো অল্প ভেজে নেই।
৩. মাংসে আলু দিয়ে আরও কষাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে মাংস ও আলু যেন ভেঙ্গে না যায়। মাংস থেকে ভূনা গন্ধ বের হলে এবং হাড়িতে লেগে উঠলে আলু ও মাংস ডুবে এমন আন্দাজ করে গরম পানি দেই। ঢেকে মাঝারী আঁচে ৮-১০ মিনিট ফুটাই। আলু সিদ্ধ হলে খুব মৃদ আচে কিছুক্ষন দমে রাখি।
৪. সাদা পোলউ ও সালাদের সাথে কালিয়া পরিবেশন করতে হবে।।

দেশপরিচিতি

চীন

- রাষ্ট্রীয় নাম: পিপলস রিপাবলিক অব চীন
 রাজধানী: বেইজিং
 আয়তন: ৯৫,৯৬,৯৬০ বর্গ কি.মি.
 লোকসংখ্যা: ১৩৪ কোটি ৭৬ লক্ষ
 জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ০.৪%
 ভাষা: মান্দারিন
 মুদ্রা: ইউয়ান
 স্বাক্ষরতার হার (১৫+): ৯৩%
 মুসলিম হার: ১২%
 মাথাপিছু আয়: ৭২৫৮ মার্কিন ডলার
 গড় আয়ু: ৭৩.৫ বছর
 জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ: ২৪
 অক্টোবর ১৯৪৫
 জাতীয় দিবস: ১ অক্টোবর

যেলাপরিচিতি

সাতক্ষীরা

- প্রতিষ্ঠা: ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪
 আয়তন: ৩.৮৫৮ বর্গ কিলোমিটার
 স্বাক্ষরতার হার: ৪৫.৫১%
 উপজেলা: ৭ টি। সদর, কালীগঞ্জ, দেবহাটা, তালা, আশাশুনি, শ্যামনগর ও কলারোয়া।
 ইউনিয়ন ও গ্রাম: ৭৮ টি ও ১৪৮০টি।
 উল্লেখযোগ্য নদ-নদী: রায়মঙ্গল, কালিন্দী, পাক্কাশিয়া, হাড়িয়াভাঙ্গা, মালঞ্চ, বেতনা, খোলাপেটুয়া ইত্যাদি।
 ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান:
 সুন্দরবন, জাহাজমারী

টুকরো খবর

(১)

কথাতেই চার্জ হয় মোবাইল

কোরিয়ার গবেষকরা এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যার মাধ্যমে কথা বলার সময় মোবাইল ফোনটি চার্জ হয়ে যাবে। কথার শক্তি বা শব্দ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মোবাইলে চার্জ করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় পিজোইলেকট্রিক্স। শব্দ এক প্রকার শক্তি। কম্পনের ফলে তৈরি হয় এই শক্তি। শব্দ কম্পন যখন কোন নির্দিষ্ট মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যায় তখন শক্তি উৎপন্ন হয়। শব্দতরঙ্গ সৃষ্টিতে বক্তা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে যেভাবে শক্তি উৎপন্ন করা যায়, এই পদ্ধতিতে ঠিক তার বিপরীত প্রক্রিয়া। পিজোইলেকট্রিক্স

পদ্ধতিটিই মোবাইল ফোনে চার্জ করার কাজে ব্যবহার করা যায়। এমনকি চাইলে শব্দযুক্ত কোন স্থান থেকে তৈরি হওয়া বিদ্যুৎ জাতীয় খিডেও নেওয়া যাবে।

(২)

উড়ন্ত ক্যামেরা

চীনের লাউ উ তৈরি করেছেন একটি রিমোট কন্ট্রোলে চালিত উড়ন্ত ক্যামেরা প্লেন। এর নাম ইউএফও। ওজন এক কেজি। এতে আছে চারটি প্রপেলার ও ল্যান্ড করার জন্য আছে বিশেষ পা। এটি প্রায় দশ তলা পর্যন্ত উড়ে ভিডিও করার ক্ষমতা রাখে। এই প্লেনটির ডিজাইন করতে তার সময় লেগেছে প্রায় ২০ বছর। রিমোট কন্ট্রোলে চলার কারণে যেকোন এঙ্গেল থেকে এর শট নেয়া সম্ভব। এমনকি উড়ন্ত অবস্থায় প্লেনটি কি কি ভিডিও করছে তাও দেখার জন্য রয়েছে মনিটর। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এটি প্রথম ব্যবহার করেছেন একটি বিয়ে বাড়ির ভিডিও করার কাজে।

(৩)

একটি কবুতরের মূল্য তিন

কোটি টাকা

একটি কবুতরের দাম তিন কোটি টাকা। বিশ্বের দ্রুততম মানবের সাথে মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়েছে বোল্ট। ইউরোপে তার চেয়ে দ্রুত কোন কবুতর উড়তে পারে না। এবার দামের দিক দিয়েও সব প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে গেছে বোল্ট। নিলাম পরিচালনাকারী সংস্থা পিপা পিজিয়ন অ্যাকশন হাউস এক অনলাইন নিলামে বেলজিয়ামের এই কবুতরটি তিন লাখ দশ হাজার ইউরো

অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি বার লাখ টাকায় কিনেছেন চীনের এক ব্যবসায়ী। উড়াল প্রতিযোগিতার এই কবুতরের আগের মালিকে ছিলেন বেলজিয়ামের বিখ্যাত কবুতর সংগ্রাহক লিও হারমেঙ্গ। তিনি এই কবুতরটিকে ডাকতে 'পিজিয়ন হুইসপা' নামে। এক বছর বয়সী বোল্ট যে দামে বিক্রি হয়েছে তা কেবল উড়াল প্রতিযোগিতার কবুতরের ক্ষেত্রেই রেকর্ড নয়, সম্ভবত বোল্টই এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামী পাখি।

(৪)

ভাসমান গ্রাম

সবুজের সমারোহ আর পান্নার রংয়ের জল মিলে তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের জলপ্রপাত। আর এ জলপ্রপাতের সঙ্গে সমুদ্রের পানির সঙ্গমস্থলে তৈরি হয়েছে ভাসমান এক গ্রাম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সৌন্দর্য পিয়াসী পর্যটকরা বড় বড় নৌকা ভাড়া করে এখানে অবকাশ যাপন করে। রং বেরংয়ের পানসিতে জমজমাট হয়ে উঠে তাদের নৌকা জীবন। ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা হিসাবে এ গ্রামটি কুয়ার্নিহ প্রদেশে অবস্থিত। প্রকৃতি যেন আরও সহনশীল, গ্রীষ্ম এবং শীতকালে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া যেন প্রকৃতির এক অকুপণ হস্ত। এখানে গড় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৫ ডিগ্রি থেকে সর্বোচ্চ ২৫ ডিগ্রি।

ভাষাশিক্ষা

এসো আরবী শিখি

ভাষা শিক্ষা

এনো আরবী শিখি

আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছ।
তোমরা অবগত আছ যে গত সংখ্যা
তোমরা আরবী কথোপকথন
শিখেছিলে। তারই

ধারাবাহিকতায় এ সংখ্যায় ও আমরা
আরবী কথোপকথনের মাধ্যমে আরবী
শিখব। খালিদ ও জামালের মধ্যে কথা
হচ্ছে।

خالد : من اين اين انت؟

(মিন আয়না আনতা?)

খালিদ : তুমি কোথায় থেকে এসেছ?

خالد : انا من راجشاهي.

(আনা মিন রাজশাহী)

জামাল : আমি রাজশাহী হতে এসেছি।

خالد : و من اين ريجان, جمال؟

(ওয়া মিন আয়না রায়হান)

খালিদ:আর তুমি কোথায় থেকে এসেছ
রায়হান।

جمال : هو من داکا.

(হুয়া মিন দাকা)

জামাল:আমি ঢাকা থেকে এসেছে।

کم اخا لك يا جمال؟

(কাম আখান লাকা ইয়া জামাল?)

খালিদ : জামাল, তোমার ভাই কয়জন?

جمال : لی ثلاثة اخوة.

(লি ছালাসাতু ইখওয়াতিন)

জামাল : আমার তিন ভাই।

خالد : ا طلاب کلهم؟

(আ তুল্লাবুন হুম?)

খালিদ : গরা কি ছাত্র?

جمال : لا, ا تار.

(না, ই তাহম সুত্ভার,

জামাল : না, তারা ব্যবসায়ী।

شکرا، الى اللقاء.

(শুকরান ইলাললিকা)

খালিদ : ধন্যবাদ আবার দেখা হবে।

এসো ইংরেজী শিখি

Faruk : How old are you?

(হাউ ওল্ড আর ইউ?)

ফারুক : তোমার বয়স কত?

Munir : I am thirteen years
old.

(থার্টিন ইয়ার ওল্ড)

মুনীর : আমার বয়স তের বছর।

Faruk : How is your father?

(হাউ ইজ ইয়োর ফাদার?)

ফারুক : তোমার বাবা কেমন আছেন?

Munir : He is not well.

(হি ইজ নট ওয়েল)

মুনীর : তিনি অসুস্থ।

Faruk : What's your father?

(হোয়াট'স ইয়োর ফাদার?)

ফারুক : তোমার বাবা কি করেন?

Munir : My father is a
teacher.

(হি ইজ এ টিচার)

মুনীর : তিনি একজন শিক্ষক।

Faruk : What's your mother?

(হোয়াট'স ইয়োর মাদার?)

ফারুক : তোমার মা কি করেন?

Munir : She is a housewife.

(সি ইজ এ হাউজওয়াইফ)

মুনীর : তিনি একজন গৃহিণী।

সোনামণিকেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৩

প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. অর্ধসহ বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছ মুখস্থকরণ

& কুরআন তেলাওয়াত : (ক) সূরা ফাতিহা (খ) সূরা নাস (গ) সূরা ফালাক (ঘ) সূরা ইখলাছ (ঙ) সূরা কাফেরুন। (অনুবাদ : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই থেকে)।

& হাদীছ মুখস্থকরণ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

২. আক্বীদা

(কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত আক্বীদা বিষয়ক ২৭ টি প্রশ্নোত্তর)।

৩. সাধারণ জ্ঞান

ক. সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (৫১-১০০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (৫১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (হিথবেজী) এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

খ. সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান (চুস্ত্রাম ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ) এবং সংগঠন বিষয়ক।

৪. সোনামণি জাগরণী

কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৫. ছবি অংকন

মহান আল্লাহর অনন্য সৃষ্টি পাহাড়, বর্ষা, তপস্বী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী (প্রাণী বিহীন)।

৬. আবশ্যিকীয় বিষয়

‘পবিত্রতা’ ও ‘ছালাত’ সম্পর্কীয় দো‘আ সমূহ (নির্বাচিত গ্রন্থ : সোনামণিদের ছহীহ দো‘আ শিক্ষা (পৃষ্ঠা ৭-১৩ পর্যন্ত)।

প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. স্ব স্ব শাখায় : ৬ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

২. স্ব স্ব উপযেলায় : ১৩ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

৩. স্ব স্ব যেলায় : ২০ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে : ৩ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩ টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, এলাকা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী কেন্দ্রীয় প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা পরিচালক ‘সোনামণি’ বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

আয়োজনে : ‘সোনামণি’

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (৩য় তলা), নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩